কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur

Plant Pathology Division

Phone: PABX 88-02-49272005-14 Extn. 541, **Fax:** 88-02-49272000

E-mail: ashikjp@gmail.com **Website:** www.brrri.gov.bd

তারিখঃ ১৯/০৩/২০২৩

ব্লাস্ট রোগ দমনে জরুরী সতর্কবার্তা

(Red Alert for Rice Blast Disease Management)

সারা দেশে বর্তমানে যে আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং আগামী এক সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিশ্লেষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ধান গাছের বর্তমান বৃদ্ধি পর্যায়ে পাতা ব্লাস্ট রোগ ব্যাপক ভাবে দেখা দিতে পারে। এ রোগের আক্রমন থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার (৫০ গ্রাম ঔষধ ৬৪ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ১ বিঘা জমিতে) অথবা এজোক্সিস্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: নাটিভো (৪০ গ্রাম ঔষধ ৬৪ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ১ বিঘা জমিতে) ৭-১০ দিন ব্যবধানে বিকাল বেলা দুই বার স্প্রে করতে হবে। আর যাদের ধানে এখন শীষ বের হচ্ছে বা কিছু দিনের মধ্যে ফুল বের হবে, তাদের জমিতে মনে রাখতে হবে ধানের ফুল বের হওয়ার সময় শীষ ব্লাস্ট রোগ হোক বা না হোক একই নিয়মে বিকাল বেলা ৭-১০ দিন ব্যবধানে দুই বার স্প্রে করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শীষ ব্লাস্ট রোগ একবার হয়ে গেলে আর দমন করা সম্ভব হয় না এবং ঝড়-বৃষ্টির কারণে এবছর ব্লাস্ট রোগ ব্যাপক ভাবে ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির অবস্থা বুঝে স্প্রে করতে হবে, যেন স্প্রে-র পরপরই ঔষধ পানিতে ধুয়ে না যায়।

তাছাড়া ঝড় বৃষ্টির পর কৃষকের জমিতে প্রথমে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া (বিএলবি) রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে ঝড়-বৃষ্টির পর পরই অবশ্যই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিএলবি রোগ থেকে ফসল কে রক্ষা করার জন্য ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর বিঘা প্রতি পাঁচ কেজি পটাশ সার এবং সাড়ে তিন কেজি জিপসাম (অথবা ৫০০ গ্রাম কমুলাস/থিওভিট) অথবা যদি থোড় অবস্থা পার হয়ে থাকে তাহলে ১০ লিটার পানিতে ৬০ গ্রাম পটাশ সার, ৬০গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক ভালোভাবে মিশ্রিত করে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

প্রচারে: উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।